দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সরকারী শূন্য পদে নিয়োগের ওপর বিধিনিষেধের মেয়াদ আরো এক বছর বাড়লো

॥ প্রফুল্ল কুমার ভক্ত॥

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং এদের প্রশাসনিক আওতাধীন সংস্থাসমূহ ও সরকারী অনুদানে পরিচালিত সংস্থাসমূহের শূন্য-পদ পূরণের ওপর বিধিনিষেধের মেয়াদ ১৯৮৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। গত ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে এ ধরনের বিধিনিষেধ প্রথম আরোপিত হয়।

অর্থ বিভাগ এক আদেশে জানিয়েছে যে, ১৯৮৬-৮৭ অর্থ-বছরে বেতন ও ভাতাদি বৃদ্ধির [illegible] প্রাক্কলিত প্রেক্ষিতে অনুন্নয়ন বাজেটের ব্যয় সীমিত রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় শূন্য পদ পূরণের ওপর ইতিপূর্বে আরোপিত বিধিনিষেধ কতিপয় শর্তসাপেক্ষে আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বহাল রাখার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

শর্তসমূহ

(ক) মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, তাদের প্রশাসনিক আওতাভুক্ত পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে চলতি সালের ১লা জুলাই তারিখে অনুমোদিত গঠন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্কেলের শূন্য পদসমূহের সর্বাধিক ৫০ ভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রচলিত নিয়ম কানুন পালন করে বিশেষ প্রয়োজনে পূরণ করা যাবে। অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজন বিশেষ ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়লে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করতে হবে। তবে শূন্য পদ পূরণের ফলে বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য ১৯৮৬-৮৭ অর্থ-বছরে কোন অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

(খ) সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা/প্রকল্প ও কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত বিভিন্ন ক্যাডার পোস্টের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ

শূন্য পদে লোক নিয়োগের ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ও অতি-সম্প্রতি একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে কতিপয় নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এই আদেশে বলা হয়েছে যে, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতাভুক্ত কোন পদ পূরণ করতে হলেও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্বৃত্ত (এস পি) শাখা থেকে অবশ্যই যথারীতি আগের মতো ছাড়পত্র নিতে হবে। তাছাড়া গত ১০ই মে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পে শূন্য পদে নতুন নিয়োগের জন্যও সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর ও স্বশাসিত সংস্থাকেও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এস পি শাখার ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

বেকার বনাম শূন্য পদ

সরকারী হিসেব অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। এর মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পর্যন্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। অপরদিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ১ লাখ ৫৯ হাজার ৪শ' ৫৬টি পদ শূন্য পড়ে রয়েছে।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃদ্রঃ)

সরকারী শূন্য পদ

(১ম পাতার পর)

তাছাড়া থানা প্রশাসনকে উপজেলায় উন্নীত করার পর ৪৮ হাজার ৩শ'টি নতুন পদ সৃষ্টি হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে অর্থ সংকুলানের জন্য রাজস্ব বাজেটের ব্যয় সীমিত রাখার প্রয়োজনে এসব শূন্য পদে গত ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে লোক নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছিল। গত ২৩শে জানুয়ারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয় থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে (ওয়ার্ক চার্জড) লোক নিয়োগের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নির্দেশ জারি করা হয়। এই নির্দেশে বলা হয়েছিল যে, ইতিমধ্যেই 'ওয়ার্ক চার্জড' ভিত্তিতে নিয়োজিত যে সব লোক নিয়মিতকরণ বা আত্মীকরণের অপেক্ষায় আছেন, তাদের আত্মীকরণের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।